দৈনিক ইনকিলাব

14

তারিখ ... ... OCT 02 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

সেশন জটের বোঝা নিয়ে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে আজ থেকে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স শুরু

আবদুল মালেক ।। সন্ত্রাসকবলিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ থেকে ৪ বছরের অনার্স কোর্সের ক্লাস শুরু হচ্ছে। প্রায় আড়াই থেকে ৩ বছরের সেনশ জটের বোঝা মাথায় নিয়ে নির্ধারিত সময়ের ১৫ মাস বিলম্বে দুই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী এই প্রথম ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ৪ বছরের অনার্সের শিক্ষা জীবন শুরু করতে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৮-৯৯ সেশন শুরু হয়েছে গত বছর জুলাই মাস থেকে। সেই হিসেবে সেশনটি চলতি বছর জুন মাসে শেষ হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ছাত্র সংঘাত ও গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির ফলে এই পর্যন্ত ১ম বর্ষ অনার্সের ক্লাস শুর করা সম্ভব হয়নি। এমন কি সেই সেশনের ভর্তি কার্যক্রমও এই পর্যন্ত শেষ হয়নি। তার পরও যে কোন উপায়ে ভর্তি কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখেই কর্তৃপক্ষ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে ৩ বছরের অনার্স চালু ছিল। কিন্তু এই কোর্সের আন্তর্জাতিক মান নিয়ে প্রশ্ন থাকায় কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগতমান পরিবর্তন করেছেন। ৩ বছরের স্থলে ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে এবং বাণিজ্য অনুষদের ৪টি বিভাগে সম্পূর্ণ ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে।

এদিকে বিগত বছরগুলোতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একের পর এক সংঘাত, হল দখল পাল্টা দখলের লড়াই এবং ক্ষমতাসীন দলের সংগঠন ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে সৃষ্ট বন্দুক যুদ্ধের কারণে মাসের পর মাস অনির্ধারিত বন্ধের ফলে পুঞ্জীভূত সেশন জটের পরিমাণ কোন কোন বিভাগে আড়াই বছর আবার কোন কোন বিভাগে ৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। ফলে নতুন যারা ক্লাসে যোগদান করছে তারা এই বিরাট বোঝা মাথায় নিতে বাধ্য হচ্ছে। সন্ত্রাস ছাড়াও নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্বের কারণে সেশন জট আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত কোন কোন পরীক্ষার ফলাফল এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ১৪ মাস বিলম্বে আজ থেকে যারা ক্লাসে যোগ দিচ্ছে তাদের প্রথম বর্ষের সিলেবাস শেষ হবে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে। তাদের পরীক্ষা নিতে হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। সে হিসেবে ৪ বছরের অনার্সের কোর্স শেষ করে এমএ ক্লাসে যোগদান করতে পারবে ২০০৬ সাল নাগাদ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা না গেলে এভাবে শিক্ষা বিপর্যয় ঘটতে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স অধ্যায়নে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ক্রমান্বয় হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৮-৯৯ সেশনে অপেক্ষমান তালিকা থেকে কয়েকবার ডাকার পরও অর্ধ শতাধিক আসন খালি রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, রসায়ন বিভাগে ১টি পদার্থবিদ্যায় ১টি, পরিসংখ্যানে ১১টি, ভূগোল ১টি, বাংলায় ৬টি, ইতিহাসে ১৪টি, ইসলামের ইতিহাসে ৪টি, দর্শনে ২টি, ফাইন্যান্সে মোট ৩টি, অর্থনীতিতে ৩টি, রাজনীতি বিজ্ঞানে ৪টি, লোক প্রশাসনে ২টি, নৃবিজ্ঞানে ১টি, সামাজিক বিজ্ঞানে ১টিসহ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিভিন্ন বিভাগের আসনগুলো এখনও শূন্য রয়েছে। এসব আসনে ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছুদের মেধানুসারে আগামী ৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় স্ব-স্ব অনুষদে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এদিকে প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে যে কোন গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে বিভিন্ন র‍্যাংকের ৩ শতাধিক পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল মান্নান নবাগত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে ভিসি বলেন, তাদের ৪ বছরের অনার্স কোর্স যাতে যথাসময়ে শেষ করা যায় সে জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার। তিনি বলেন, অনির্ধারিত বন্ধ সেশন জটের প্রধান কারণ। এটা কারো কাম্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র। সেশন জট নিরসনের জন্য ৩ মাসের মধ্যে পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান।